রসরাজ অমৃতলালের

ব্যাপিকা বিদায়

মা আনন্দময়ী প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন

ব্যাপিকা বিদায়

রচনা। রসরাজ অমৃতলাল বসু

প্রযোজনা। বরুণ কুমার মিত্র

চিত্রনাট্য। বিভাস চক্রবর্তী

পরিচালনা। অর্চন চক্রবর্তী

সঙ্গীত। সলিল চৌধুরী

। গীতিকার।

রসরাজ অমৃতলাল বসু . সলিল চৌধুরী

। নেপথ্যকণ্ঠে।

সবিতা চৌধুরী . শক্তি ঠাকুর . সন্তু মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে

চিত্রগ্রহণ। বিমান সিন্‌হা

শিল্পনির্দেশনা। সঞ্জীব সেন

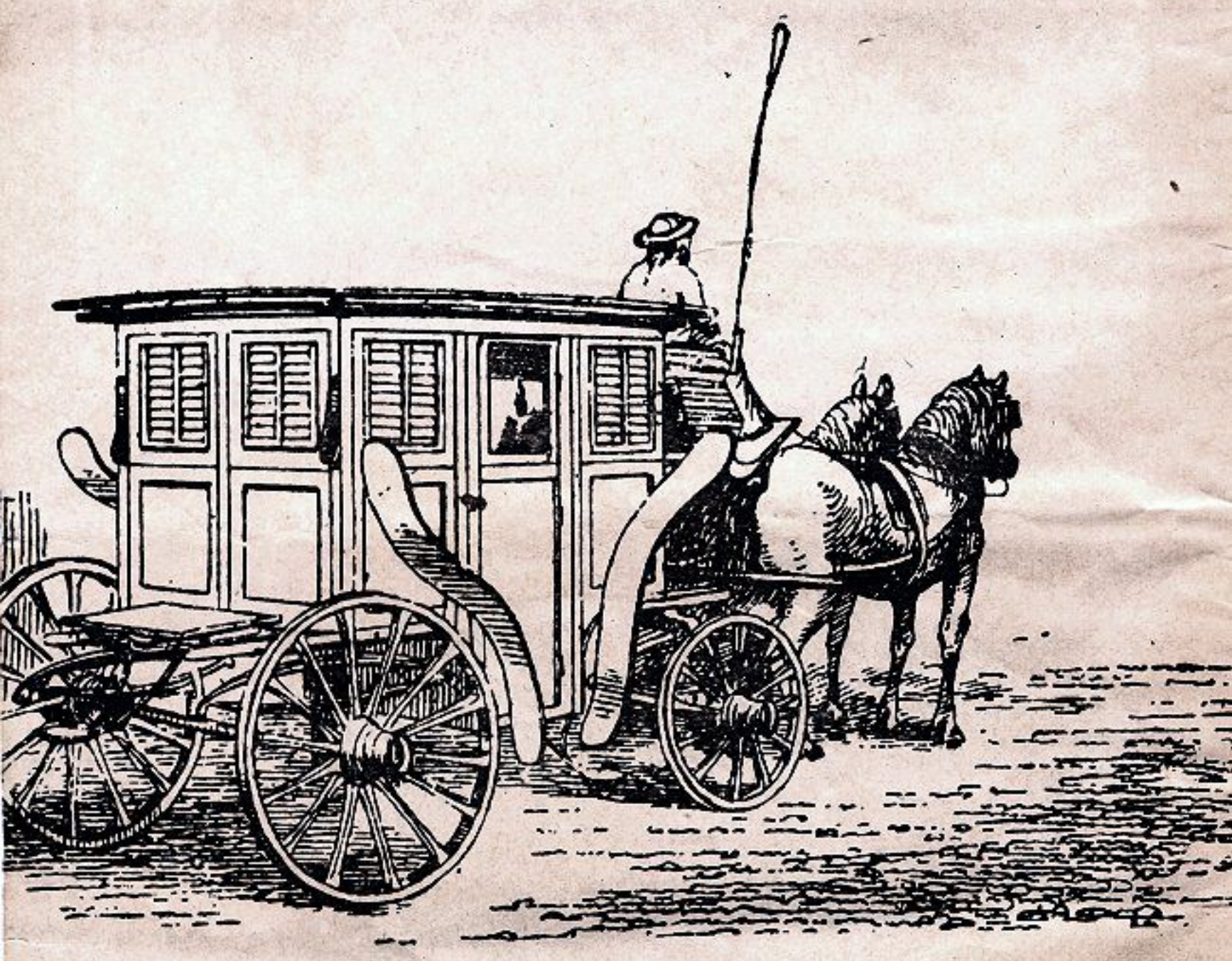

সম্পাদনা। প্রশান্ত দে

রূপসজ্জা। অরূপ গাঙ্গুলী . সত্যেন ঘোষ

সর্বাধ্যক্ষ। নিশীথ চক্রবর্তী

★

ব্যবস্থাপনা। সুবীর সাহা . সহকারী। শচীন মাকাল . সাজসজ্জা। ফণি মণ্ডল ও বিমল দাস . সহকারী সম্পাদক। রথীশ সাহা . সহকারী রূপসজ্জাকর। সুব্রত সিন্‌হা ও অংশু গাঙ্গুলী . সহকারী শিল্পনির্দেশক। প্রবোধ ভট্টাচার্য . সহকারী চিত্রশিল্পী। স্বপন নায়েক . প্রধান সহকারী পরিচালক। বিজন চ'ট্টোপাধ্যায় . সহকারী পরিচালক। অলোক মিত্র . সহকারী সঙ্গীত পরিচালক। অলোক নাথ দে

★

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে পরিস্ফুটিত . রসয়নাগার। বীরেন গুহ বিশ্বাস . রবীন ব্যানার্জী . দিলীপ রায় . দুলাল সাহা . বংশী ও তপন বোস . শব্দপুনর্যোজনা। জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় . সহকারী। ভোলানাথ সরকার . রবীন চৌধুরী . ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এবং স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ গৃহীত . শব্দগ্রহণ। জে, ডি, ইরাণী . সহকারী। সিদ্ধি নাগ . জগৎ দাস ও মানিক . ইকুইপমেন্ট-সাপ্লাই। যীশু ও চন্দন . বহিদৃশ্যে ক্যামেরা সাউণ্ড। লাইট এণ্ড সাউণ্ড . আলোক নিয়ন্ত্রণ। মনোরঞ্জন দত্ত . হেমন্ত দাস . খাঁদু পাত্র ও তপন দাস

★

প্রচার পরিকল্পনা। স্বপন ঘোষ

★

স্থিরচিত্র। শ্যামল কুন্ডু ও অমল কুন্ডু . পরিচয় লিখন। নিতাই বসু
সহকারী। অজিত বসু . সহকারী প্রচার সচিব। মানব ব্রহ্ম

★

কৃতজ্ঞতা স্বীকার। প্রভাস তালুকদার . তরুণ কুমার মিত্র . স্বপন কুমার মিত্র . তুষার বোস . দেওয়ান বাড়ি (রামবাগ) . বিশ্বনাথ বসু . ক'লকাতা পুলিশ . মিঠু . মৌ . মালু . মিমি . সঞ্চিতা . বাবু সোনা . দত্তদা এবং পালিত এণ্ড মল্লিক

★

। বিশ্ব পরিবেশনা।
মিমি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটরস . ৫ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট
ক'লকাতা ৭০০ ০২৫

। বুকিং এজেন্ট।
ক্রেণ্ডস ইউনিয়ন . ৪৫ লেনিন সরণী . ক'লকাতা ৭০০ ০১৩
ফোন ২৪ ৫৩৮০

। অভিনয়ে ।

অনিল চট্টোপাধ্যায় . গীতা দে . সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় . মমিতা ভঞ্জ . সোমা দে

চিন্ময় রায় . মমতাশঙ্কর . নিপু মিত্র

নবেন্দু গুপ্ত . সুজিতরায় চৌধুরী

সান্ত্বনা বসু (অতিথি)

এবং

মুকুল ঘোষ (অতিথি)

গান । এক

এখনই কেন যাবে চলে
এখনই কেন যাবে চলে সজনীধনী
এখনই কেন যাবে চলে
এখনও ফুল জাগেনি
বনে পাখি ডাকেনি
শিহরণ লাগেনি, ঘাসে ঘাসে, বনতলে
এখনই কেন.....
এখনও নিশার নিশা, রয়েছে মনেতে মেশা
পুরেনি যে অভিলাষা
মিছে ভাষা কলরলে
মিছে ভাষা কলরলে
এখনই কেন যাবে চলে সজনীধনী
এখনই কেন যাবে চলে.....
জীবনে পরমক্ষণ
আসে না সে অনুক্ষণ (২)
ধ্রুবতারা ও নয়ন
রেখ মনে নভতলে (২)
এখনই কেন যাবে চলে সজনীধনী
এখনই কেন.....

গান। দুই

এই বাগানে ফুল তোলা মানা (৩)
সবাই জানে কথা শোনে
বাতাস শুধু শোনে না
সে তো পড়তে জানে না
এই বাগানে ফুল তোলা মানা...
হো — হো — হো — হো
নিশিগন্ধা নিশীথে মন যে মাতায়
দিবসে পড়ে থাকে পথের'ই ধূলায়
হো — হো — হো — হো
শিউলি গোলাপ পারুল
ফোটে, ঝরে যায়
দু'দিনের হাসি খেলা, দু'দিনে ফুরায়
সবাই জানে, সব দু'দিনের
সৌরভ শুধু মানে না
সে তো ঝরতে জানে না
এই বাগানে ফুল তোলা মানা...
কে আপন, কে বা যে পর
জানা-অজানা
দুনিয়া দু'ভাগ করা
চেনা-অচেনার (২)
হো — হো — হো — হো
হাজারো কাজে আছে হাজারো মানা
নিষেধের বাধায় সাধা
কেবল না — না — না (২)
সবাই জানে, কথা শোনে
যৌবন শুধু শোনে না
সে তো ভরতে জানে না
এই বাগানে ফুল তোলা মানা...

গান। তিন

তুঁহো লাগায়ো নজরা
লাগায়ো নজরা (২)
তেরে লিয়ে বনায়া হ্যায়
সোনে কি পিঞ্জরা
সোনে কি পিঞ্জরা—ও মেরি,
রঙিলা চিড়িয়া, বড়িয়া চিড়িয়া (৩)
ও মরি আমি মাথাটি খুঁড়িয়া (২)
খেলি আমায় বুঝি ছিড়িয়া, ফিড়িয়া...

গান। চার

কুয়াশা আঁচল খোল, উষশী উষায় (২)
পিয়ালী ও মুখ হেরি (২)
মিটাব তৃষা
কুয়াশা আঁচল খোল...

নয়ন শিশির ঘাসে
ঝরেছে তোমার'ই আশে (২)
যদি কোন অবকাশে
অধরে মধুর ভাসে
ডাকোতো খুঁজিয়া পাবো (২)
হারানো দিশা
কুয়াশা আঁচল খোল...
জনম জনম ধরে, কত না তৃষিত ভোরে (২)
আঁধারে আপন করে
বেঁধেছো সোনালী ভোরে
কিরণে হিরন্ময়ী (২)
হয়েছে নিশা
কুয়াশা আঁচল খোল...
পিয়াসী ও দুখ হেরি (২)
মিটাব তৃষা
কুয়াশা আঁচল খোল...

গান। পাঁচ

হে, ধিনাক্ ধিনাক্ ধিন্
তাক্ ধিনাক্ ধিন ধিনারে
এসো মন্দ মন্দ মৃদু ছন্দে ছন্দে
বন হরিণীর মতো পায়ে
নাচো ময়ূরী যেন বরষায় (২)
হে, ধিনাক্ ধিনাক্ ধিন্
জ'নিনা রাত কি দিন, জানি না
কি যে গন্ধ গন্ধ মোর রন্ধে রন্ধে
নেশা মদিরার মতো ছায়
আমি জানি না চলেছি কোথায় (২)
হে, ঝরণা যেমন উপলে
কলতানে ছুটিয়া চলে
ছলছলিয়া এসো
সুর লহরী তুলে (২)
আমি হয়ে নদী রব যে নিরবধি
তোমার'ই আশার ভরসায়
ভব সাগরে পারে মোহনায় (২)
হে, ধিনাক্ ধিনাক্ ধিন্...
হে, আমি হবো মেঘ শ্রাবণের
তুমি হয়ো ধরণী আমার
শত সজল ধারায়
মিলাবো হৃদয়ে তোমার (২)
তৃণ তরুলতা, শোনাবে সেই কথা—
যে কথা বলিনি কভু তোমায়
শত যুগে যুগে দুনিয়ায় (২)
হে, ধিনাক্ ধিনাক্ ধিন্...

পুষ্পবরণ রায় তার স্ত্রী মিনি, দত্তক-নেয়া মেয়ে চমৎকার এবং জ্যাঠামশাইকে নিয়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই বাস করছিল। জ্যাঠামশাই দিল-দরিয়া প্রকৃতির মানুষ। অবসর-প্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার। হৈ হৈ করে মাতিয়ে রাখেন সকলকে। চমৎকার তাকে সঙ্গ দেয়। চমৎকারও খুব হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে। খুব ছোটবেলায় সে তার বাবা মাকে হারিয়েছে। ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে এই পরিবারে।

হঠাৎ একদিন একটা টেলিগ্রাম এল। টেলিগ্রাম বয়ে নিয়ে এল ভয়ংকর খবর। মিনির মা মিসেস্ পাকড়াশী আসছেন। সাজ-পোষাকে, কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে অদ্ভুত প্রকৃতির এই মধ্যবয়স্কা মিসেস্ পাকড়াশী এসে পড়লেন। বলতে গেলে ঢাক-ঢোল পিটিয়েই এলেন। তিনি ভীষণভাবে আধুনিকা হবার প্রয়াসী। কথায় কথায় ঘৃণা প্রকাশ করেন ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। নাচানাচি করেন ইংরেজ কালচার নিয়ে। বাংলায় কথা বলা, পছন্দ করেন না। সব সময় ইংরেজীতেই কথা বলতে চান। এমন সব ইংরেজী বলেন যার কোন মাথা মুন্ডু নেই। তাঁর কথা শুনে কোনো সুস্থ মানুষ না হেসে থাকতে পারে না। হাসতেই হয়।

মিসেস্ পাকড়াশীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবরণের সংসারে তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে যায়। মুহূর্তে সব সুখ শান্তি উধাও হয়। একটার পর একটা সমস্যার উদ্ভব হয়। জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে পুষ্পবরণের পারিবারিক জীবন। মিসেস্ পাকড়াশী বাড়ীর সকলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। এমন কি জ্যাঠামশাইকে পর্যন্ত বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার হুকুম জারি করেন। মিসেস্ পাকড়াশীর অবিশ্বাসী মন চতুর্দিকে শুধু সন্দেহ খুঁজে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত তিনি জামাইকেও সন্দেহ করতে শুরু করেন। একটা ছোট্ট ঘটনা থেকে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়। মিনিও পুষ্পবরণকে সন্দেহ করে। এই সন্দেহের কারণ মিসেস্ লাহিড়ীর সঙ্গে পুষ্পবরণের যোগাযোগ। কিছুদিন আগে পুষ্পবরণ মিনির জন্য একটি কবিতা লিখেছিল। সেই লেখাটা মিনিকে পড়ে শোনাবার পর পুষ্পবরণ সেটা দিয়েছিল মিসেস্ লাহিড়ীকে। মিসেস্ লাহিড়ী এব্রডারীর কাজ জানেন। তাই তাঁকে দিয়ে সেটা কাপড়ের উপর লিখিয়ে, ফ্রেমে বাঁধিয়ে মিনিকে উপহার দিতে চেয়েছিল পুষ্পবরণ, বিয়ের পর তার প্রথম জন্মদিনে মিনিকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যই সমস্ত ঘটনাটা পুষ্পবরণ মিনির কাছে গোপন রেখেছিল। এই নিয়েই চূড়ান্ত ভুল বোঝাবুঝি। মিসেস্ পাকড়াশীর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল পুষ্পবরণের সঙ্গে মিসেস্ লাহিড়ীর একটা অবৈধ প্রণয়-সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এবং তাতে জ্যাঠামশাইর সায় আছে।

সেদিন পুষ্পবরণের জন্মদিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন মিসেস্ লাহিড়ী এবং পুষ্পবরণের ছোটবেলার বন্ধু ভাদুড়ী। আসলে এই ভাদুড়ীর সঙ্গেই বিধবা মিসেস্ লাহিড়ীর একটা হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক আছে।

মিনি গোটা ব্যাপারটাই ভুল ভেবেছে। পুষ্পবরণের জন্মদিন উপলক্ষে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত জ্যাঠামশাই সব ভুল ভেঙ্গে দেন। মিসেস্ পাকড়াশী ভেঙ্গে পড়েন নিজের ভুল বুঝতে পেরে।

অবশেষে ব্যাপিকা বিদায়। বিদায় মিসেস্ পাকড়াশী.....